



332135 - আযান ও ইকামাতের মাঝে দুই রাকাত নামায পুরুষদের মত নারীদের জন্যেও কি মুস্তাহাব?

প্রশ্ন

হাদিসে এসেছে: “প্রত্যকে আযানদ্বয়ের মাঝে নামায আছে, প্রত্যকে আযানদ্বয়ের মাঝে নামায আছে, প্রত্যকে আযানদ্বয়ের মাঝে নামায আছে। এরপর তৃতীয়বারে বলছেন: যবে ব্যক্তি চায়।” এর মধ্যে কনারীও পড়বে? যদি নারী নিজের বাসায় নামায পড়বে তনিকি আযান ও ইকামাতের মাঝে নামায পড়বে; নাকি এটি মসজিদে নামায আদায়কারীর জন্য? যদি কোন নারী বাসাতে নামায পড়া অবস্থায় নামাযের ইকামাত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিতনি এই দুই রাকাত নামায আদায় করবে?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

সুন্নাহ্ প্রমাণ করে যে, প্রত্যকে আযান ও ইকামাতের মাঝে দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব। শরিয়তের বিধিবিধানের মূল অবস্থা হল: এটিনি নারী সকলের জন্য আম (সাধারণ); যদি না নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের জন্য খাস কোন দলিল না আসে কিংবা পুরুষদের বাদ দিয়ে নারীদের জন্য খাস কোন দলিল না আসে। এই মাসয়ালায় পুরুষদেরকে খাস করে কোন দলিল উদ্ধৃত হয়নি। সুতরাং এর হুকুম মূল অবস্থার উপর বলবৎ থাকবে। আর তা হল আযান ও ইকামাতের মাঝে নামায পড়া নারী সকলের জন্য মুস্তাহাব; সটেমসজিদে হোক কিংবা বাসাতে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রত্যকে আযান ও ইকামাতের মাঝে দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব:

আব্দুল্লাহ বনি মুগাফফাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত তনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “প্রত্যকে দুই আযানের মাঝে নামায আছে, প্রত্যকে দুই আযানের মাঝে নামায আছে। তনি তৃতীয়বারে বলছেন: যবে ব্যক্তি চায়।” [সহি বুখারী (৬২৭) ও সহি মুসলিম (৮৩৮)]

হাদিসে দুই আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আযান ও ইকামাত।

খাত্তাবী বলেন: “দুই আযান দ্বারা উদ্দেশ্য করছেন: আযান ও ইকামাত। এখানে দুটো নামের একটিকে অপরটির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। যমেন: খজুর ও পানকি বলা হয় কালো জনিসিদ্বয়; অথচ কালো হচ্ছে দুটোর একটা। অনুরূপভাবে আবু



বকর ও উমর (রাঃ) দুইজনরে জীবনী বুঝাতে বলা হয়: দুই উমররে জীবনী।

তবে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এ দুটোর প্রত্যেকেটির প্রকৃত নাম আযান। যহেতু আযানরে বুৎপত্তগিত অর্থ হচ্ছবে অবহতিকরণ। আযান হচ্ছবে নামায়রে ওয়াক্ত উপস্থতি হওয়ার বযিটাবহতিকরণ; আর ইক্বামত হচ্ছবে নামায়রে কর্ম সংঘটিতি হওয়ার বযিটাবহতিকরণ।”[সমাপ্ত]

হাদসিটি প্রত্যকে আযানদবয়রে মাঝে দুই রাকাত নামায় পড়া মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষ্বে দললি। ইতপূর্বে 163470 নং প্রশ্ননেতরে এ বযিটাবহতিকরণ।”[সমাপ্ত]

শরয়া বধি-বধিানে ক্বেত্রে মূলনীতি হল তা নর-নারী সকলরে জন্য আম

শরয়া বধি-বধিানগুলোর ক্বেত্রে মূলনীতি হল তা নর-নারী সকলরে জন্য আম; যতক্বেণ পর্যন্ত না পুরুষদরে জন্য খাস মর্ম্বে কোন দললি উদ্ধৃত না হয় কথিবা নারীদরে জন্য খাস মর্ম্বে কোন দললি উদ্ধৃত না হয়।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ‘আশ-শারহুল মুমতি’ গ্রন্থে (৩/২৭) বলনে: “মূলনীতি হলো: যা পুরুষদরে জন্য সাব্যস্ত তা নারীদরে জন্যে সাব্যস্ত এবং যা নারীদরে জন্য সাব্যস্ত তা পুরুষদরে জন্যে সাব্যস্ত; তবে অন্য দললি থাকলে সটো ভিন্ন কথা।”[সমাপ্ত]

তনি ‘ফাতহু যলি জালালা ওয়াল ইকরাম’ গ্রন্থে (২/৫৩০) বলনে: মূলনীতি হলো: বধি-বধিানে ক্বেত্রে পুরুষদরে সাথে নারীরাও অংশীদার; যদি না ভিন্ন কোন দললি উদ্ধৃত না হয়। অনুরূপভাবে নারীদরে জন্য দয়ো বধিানে পুরুষরাও অন্তর্ভুক্ত; যদি না ভিন্ন কোন দললি উদ্ধৃত না হয়।”[সমাপ্ত]

এ মাসয়ালার ক্বেত্রে ভিন্ন কোন দললি উদ্ধৃত হয়নি যা প্রমাণ করে যে, এটি পুরুষদরে জন্য খাস; নারীদরে জন্য নয়। অতএব, এর হুকুম মূলরে উপর বলবৎ থাকবে। আর তা হলো: আযান ও ইকামাতরে মাঝখানে দুই রাকাত নামায় পড়া নর-নারী সকলরে জন্য মুস্তাহাব; চাই তা মসজদি হোক কথিবা বাসাতে।

নারীর ক্বেত্রে এ বধিানটি মসজদি নামায় আদায়রে সাথে সম্পৃক্ত হবে না; বরং নারীর ক্বেত্রে এটি আযান হওয়া এবং তার ফরয নামায় আদায়রে মধ্যবর্তী সময়রে মধ্য হতে হবে। অর্থাৎ মুয়াজ্জনি আযান দয়োর পর থেকে কোন নারী ফরয নামায় পড়া পর্যন্ত সময়রে মধ্য তনি দুই রাকাত নামায় পড়তে পারনে; এমনকি সটো যদি মসজদি নামায় হয়ে যাওয়ার পরেও হয় তবুও।

এ কথা বলা হচ্ছবে যহেতু একাকী নামায় আদায়কারী নারী হোক কথিবা পুরুষ হোক তার জন্য ইকামত দয়োর বধিান রয়েছে। তাই কোন নারী এই দুই রাকাত নামায় মসজদিসমূহে সাধারণ আযান হওয়া ও তনি সেই ওয়াক্তরে ফরয নামায় আদায় করার



মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করতে পারেন। এটি মসজিদসমূহে নামায অনুষ্ঠতি হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়।

ইবনে কুদামা (রহঃ) 'আল-মুগনী' গ্রন্থে (২/৭৪) বলেন: “প্রত্যকে মুসল্লির জন্য আযান ও ইকামত দয়া উত্তম। তবে কাযা নামায পড়লে কথিবা আযানরে ওয়াক্ত নয় এমন সময়ে নামায আদায় করলে উচ্চস্বরে আযান দবি না।”[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।